THE LEGAL HOME

ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর সংশোধনী
CrPC (2nd Amendment) Ordinance, 2025

ধারা-৩২ এর সংশোধনঃ

ক) মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটগণ দন্ড দিতে পারেন- অনধিক ৫ বছর/ ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা।

খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দন্ড দিতে পারেন- অনধিক ৩ বছর/ ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা।

গ) তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দন্ড দিতে পারেন- অনধিক ২ বছর/ ২,০০,০০০ (দুই লক্ টাকা।

ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৬-এর পর নিম্নলিখিত নতুন ধারা ৪৬এ, ৪৬বি, ৪৬সি, ৪৬ডি এবং ৪৬ই সংযোজিত হবে, যথাঃ

ধারা- ৪৬এ। গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়া এবং গ্রেপ্তারকারী কর্মকর্তার কর্তব্য

১। গ্রেপ্তারকালে পুলিশ কর্মকর্তা বা অন্য যে কোনো ব্যক্তি যিনি গ্রেপ্তার করছেন তিনি-

ক) নিজের নামের একটি সঠিক, দৃশ্যমান ও স্পষ্ট পরিচয় বহন করবেন, যা সহজে শনাক্তকরণে সহায়ক হবে;

খ) নিজের পরিচয় প্রকাশ করবেন এবং প্রযোজন হলে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি ও গ্রেপ্তারের সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের তার পরিচয়পত্র দেখাবেন;

গ) গ্রেপ্তারের একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করবেন যা-

- ✓ অন্তত একজন সাক্ষীর দ্বারা সত্যাযতি হবে, যিনি গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্য বা যে এলাকায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই এলাকার একজন সম্মানিত বাসিন্দা; এবং
- ✓ যদি এমন কোনো সাক্ষী না পাওয়া যায় তবে স্মারকলিপিতে কারণ উল্লেখ করতে হবে;
- ✓ গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির দ্বারা স্বাক্ষরিত বা আঙুলের ছাপযুক্ত হবে, যদি তিনি অস্বীকার না করেন।

ঘ) যদি অভিযুক্তকে তার বাসস্থান ছাড়া অন্য কোথাও থেকে গ্রেপ্তার করা হয়, তবে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির মনোনীত পরিবারের সদস্য, আত্মীয় বা বন্ধুকে, গ্রেপ্তারের সময় ও স্থান এবং হেফাজতের স্থান জানিয়ে, যত দ্রুত সম্ভব কিন্তু কোনোভাবেই গ্রেপ্তারের সময় থেকে বারো ঘণ্টার বেশি দেরি না করে অবহিত করতে হবে;

(ঙ) যদি গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির দেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়, তবে ধারা ৪৬ই অনুযায়ী একজন মেডিকেল অফিসার বা নিবন্ধিত চিকিৎসক দ্বারা তার পরীক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে; উপস্থিত মেডিকেল অফিসার বা চিকিৎসকের কাছ থেকে সনদপত্র সংগ্রহ করতে হবে; এবং আঘাতের কারণ নথিভুক্ত করতে হবে;

(চ) গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে, যদি তিনি চান, তার পছন্দের কোনো আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করার বা তার নিকটতম আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিতে হবে, বিশেষভাবে বারো ঘণ্টার মধ্যে তা নিশ্চিত করতে হবে।

ধারা- ৪৬বিঃ গ্রেফতারের পর তথ্য লিপিবদ্ধ করা ও পরিবারের কাছে তথ্য দেওয়ার নিয়ম

১। গ্রেফতারে রেকর্ড অফিসিয়াল রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করণঃ

- ✓ গ্রেফতারের কারণ উল্লেখ করতে হবে
- ✓ অভিযোগ কে দিয়েছে বা তথ্য কে দিয়েছে তার নামও তথ্য লিখতে হবে।
- ✓ যার কাছে গ্রেফতারের খবর দেওয়া হয়েছে তার নামও তথ্য লিখতে হবে।

- ✓ যে পুলিশ কর্মকর্তা হেফাজতে রয়েছে তার নামও তথ্য লিখতে হবে।

২। সাধারণ ডায়েরীতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবেঃ

- ✓ যে থানার এলাকায় গ্রেফতার হয়েছে সেই থানার সাধারণ ডায়েরীতে সাথে সাথে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
- ✓ গ্রেফতারকারী যদি ঐ থানার অধিক্ষেত্রে না হন সেক্ষেত্রে গ্রেফতারের পর পরই গ্রেফতারের মেমোরেন্ডামের কপি সেই থানার অফিসার ইনচার্জ দিতে হবে যেন সাধারণ ডায়েরীতে অন্তর্ভূক্ত করেন।

৩। পরিবার বা পরিচিতদের তথ্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতা :

- ✓ সাধারণ ডায়েরীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাইলে গ্রেফতার হওয়ার ব্যক্তির আত্মীয়, বন্ধু বা প্রতিবেশীকে গ্রেফতার সম্পর্কে তথ্য দিতে বাধ্য থাকবেন।

ধারা- ৪৬সিঃ গ্রেপ্তারের তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রদর্শন-

- ✓ প্রতিটি জেলায় পুলিশ সুপার বা প্রতিটি মহানগর এলাকায় পুলিশ কমিশনার, প্রয়োজনে, জেলার বা মহানগর সদর দপ্তরে এবং প্রতিটি থানায়, সহকারী উপ-পরিদর্শকের (Ass. Sub-Inspector) পদমর্যাদার নিচে নয় এমন একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে মনোনীত করবেন।
- ✓ এই কর্মকর্তা গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা এবং যেসব অপরাধে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার তথ্য সংরক্ষণ করবেন এবং এই তথ্যগুলো স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করবেন, সম্ভব হলে ডিজিটাল আকারে, প্রতিটি থানায় এবং জেলা বা মহানগর সদর দপ্তরে।

ধারা- ৪৬ডিঃ গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির হেফাজতে থাকা কর্মকর্তার দায়িত্ব হবে তার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার যথাযথ যত্ন নেওয়া।

ধারা- ৪৬ইঃ গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির চিকিৎসা কর্মকর্তার মাধ্যমে পরীক্ষা

১। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি অসুস্থ মনে হয় বা তার দেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন থাকে তখন তাকে দ্রুত পরীক্ষার জন্য এবং প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালের একজন চিকিৎসা কর্মকর্তার কাছে পাঠাতে হবে। যদি সরকারি চিকিৎসা কর্মকর্তা না পাওয়া যায়, তবে নিবন্ধিত চিকিৎসকের কাছে পাঠানো হবে।

শর্ত থাকে যে, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি যদি নারী হন, তবে সম্ভব হলে তার দেহ পরীক্ষা একজন নারী চিকিৎসক বা নিবন্ধিত নারী চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে, অথবা একজন মহিলা নার্স বা মহিলা কর্মীর উপস্থিতিতে করা হবে।

২। পরীক্ষা ও চিকিৎসার প্রতিবেদনসহ একটি সনদ চিকিৎসক বা নিবন্ধিত চিকিৎসক প্রদান করবেন যা সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে দেওয়া হবে।

৩। কোনো গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি অসুস্থ বা আহত অবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয় তবে ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনীয় চিকিৎসার নির্দেশ দিতে পারবেন।

শর্ত থাকে যে, যদি গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি গুরুতর আহত বা অসুস্থ হন এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো প্রয়োজন হয় এবং শারীরিকভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে এবং তার নির্ধারিত শর্তে ভিডিও সংযোগের (Electronic Video Linkage) মাধ্যমে হাজির করানো যেতে পারে।

ধারা-৫১: এর সংশোধন

- ✓ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি থেকে কোনো বস্তু জব্দ করা হলে জব্দকারী অফিসার সাক্ষীর সম্মুখে একটা তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং তার স্বাক্ষর নিবেন এবং যদি সম্ভব হয় তালিকার একটি কপি গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অথবা তার দ্বারা মনোনীত ব্যক্তিকে সরবরাহ করবেন।

ধারা- ৫৪: ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ও পরোয়ানা ছাড়াই পুলিশ কবে গ্রেপ্তার করতে

১। কোনো পুলিশ কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়াই এবং কোনো পরোয়ানা ছাড়াই নিম্নলিখিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করতে পারবে-

প্রথম: যেকোনো ব্যক্তি, যিনি পুলিশ কর্মকর্তার উপস্থিতিতে কোনো জ্ঞাতব্য (Cognizable offence) অপরাধ সংঘটন করেন;

দ্বিতীয়: যেকোনো ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ রয়েছে অথবা নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে অথবা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ রয়েছে যে তিনি এমন কোনো জ্ঞাতব্য অপরাধ করেছেনযা সর্বোচ্চ- ৭ (সাত) বছরের কম কারাদণ্ডযোগ্য এবং যা জরিমানাসহ/ছাড়া হতে পারে।

এবং নিম্নলিখিত শর্তাবলি পূর্ণ হলে :

- ✓ পুলিশ কর্মকর্তার যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস আছে-প্রাপ্ত তথ্য বা সন্দেহের ভিত্তিতে যে ওই ব্যক্তি অপরাধটি করেছেন; এবং
- ✓ পুলিশ কর্মকর্তা নিশ্চিত যে গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন।

(ক) ওই ব্যক্তিকে আর কোনো অপরাধ করা থেকে বিরত রাখার জন্য অথবা

(খ) অপরাধের সঠিক তদন্তের জন্য অথবা

(গ) অপরাধের প্রমাণ নষ্ট হওয়া বা প্রমাণে হস্তক্ষেপ ঠেকানোর জন্য অথবা

(ঘ) ওই ব্যক্তি যাতে মামলার তথ্য জানে এমন কাউকে প্রলুব্ধ ভয় দেখানো বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আদালত বা পুলিশের কাছে তথ্য না দিতে প্ররোচিত না করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য অথবা

(ঙ) ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার না করলে প্রয়োজনের সময় তার আদালতে উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে এবং গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ কর্মকর্তা তার গ্রেপ্তারের কারণ লিখিত আকারে নথিভুক্ত করবেন।

তৃতীয়: যেকোনো ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে যে তিনি এমন কোনো জ্ঞাতব্য অপরাধ করেছেন যা সাত বছরের বেশি কারাদণ্ডযোগ্য এবং জরিমানাসহ বা ছাড়া অথবা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য সেই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ কর্মকর্তার যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস আছে যে তিনি উক্ত অপরাধটি সংঘটন করেছেন।

চতুর্থ: যেকোনো ব্যক্তি যার কাছে আইনসঙ্গত কারণ ছাড়া বাড়ি ভাঙার (House Breaking) কোনো যন্ত্র পাওয়া যায়।

পঞ্চম: যেকোনো ব্যক্তি সরকারের আদেশে অপরাধী হিসেবে ঘোষিত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ: যেকোনো ব্যক্তি যার দখলে এমন কোনো বস্তু পাওয়া যায় যা যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা যায় যে তা চুরি করা সম্পত্তি।

সপ্তম: যেকোনো ব্যক্তি যিনি পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্বপালনে বাধা দেন অথবা যিনি আইনানুগ হেফাজত থেকে পালিয়েছেন বা পালানোর চেষ্টা করেছেন।

অষ্টম: যেকোনো ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ আছে যে তিনি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী থেকে পলাতক।

নবম: যেকোনো ব্যক্তি যিনি যুক্ত আছেন বা যার বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ বা নির্ভরযোগ্য তথ্য আছে যে তিনি বাংলাদেশের বাইরে সংঘটিত এমন কোনো কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন, যা বাংলাদেশে সংঘটিত হলে অপরাধ হতো এবং যার জন্য তিনি কোনো প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী বা অন্যভাবে বাংলাদেশে গ্রেপ্তার বা হেফাজতে রাখার যোগ্য।

দশম: যেকোনো মুক্তিপ্রাপ্ত দণ্ডিত ব্যক্তি যিনি ধারা ৫৬৫-এর উপধারা (৩)-এর অধীনে প্রণীত কোনো নিয়ম ভঙ্গ করেন।

একাদশ: যেকোনো ব্যক্তি, যার গ্রেপ্তারের জন্য অন্য কোনো পুলিশ কর্মকর্তার কাছ থেকে অনুরোধ পাওয়া গেছে

- ✓ শর্ত থাকে যে সেই অনুরোধে গ্রেপ্তারের জন্য ব্যক্তির পরিচয় এবং অপরাধ বা গ্রেপ্তারের অন্য কারণ উল্লেখ থাকবে এবং তা থেকে প্রতীয়মান হবে যে অনুরোধকারী কর্মকর্তা সেই ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়া আইনসম্মতভাবে গ্রেপ্তার করতে পারেন।
- ✓ কোনো পুলিশ কর্মকর্তা এই ধারার অধীনে কাউকে শুধুমাত্র প্রতিরোধমূলক আটক সংক্রান্ত কোনো আইনের আওতায় আটক রাখার উদ্দেশ্যে গ্রেপ্তার করতে পারবেন না।

ধারা-৫৪এ: গ্রেপ্তারের কারণ জানানো

যে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা যদি পরোয়ানা ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করেন, তবে গ্রেপ্তারের সময় সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে।

ধারা-৬৭এ: গ্রেপ্তারের বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পদ্ধতি

যে ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের সামনে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, তিনি পর্যালোচনা করবেন যে গ্রেপ্তারের বিধানসমূহ পুলিশ কর্মকর্তা যথাযথভাবে মেনে চলেছেন কিনা।

যদি ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত মনে করেন যে কোনো বিধান অবহেলা জনিতভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে বা মানা হয়নি, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য সার্ভিস রুল অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিতে পারবেন।

ধারা-৬৯(৪): সমন প্রেরণের অতিরিক্ত পদ্ধতি

আদালত অন্যান্য পদ্ধতির পাশাপাশি নির্দেশ দিতে পারেন যে- সমন ইলেকট্রনিক মাধ্যম যেমন:-

- ✓ শর্ট মেসেজ সার্ভিস (SMS)
- ✓ ভয়েস কল
- ✓ ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং সার্ভিস
- ✓ ইলেকট্রনিক মেইল (ই-মেইল)

এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে, এবং সমন প্রেরণের প্রমাণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

ধারা ৭০: শব্দ পরিবর্তন

- ✓ Male শব্দটি বিলুপ্ত হবে।

ধারা-১৬৭(২): এর সংশোধন

- ✓ যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই ধারার অধীনে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির করা হয় বা অন্যভাবে হাজির হয় তিনি মামলাটি বিচার করার এখতিয়ার থাকুক বা না থাকুক প্রয়োজনে সময়ে সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হেফাজতে রাখার অনুমতি দিতে পারবেন
- ✓ যে সময়সীমা তিনি উপযুক্ত মনে করবেন, তবে সর্বমোট পনের দিনের বেশি নয় :-
- ✓ যদি তাঁর এখতিয়ার না থাকে মামলাটি বিচার করার বা বিচারার্থে পাঠানোর এবং যদি তিনি মনে করেন যে আরও হেফাজত প্রয়োজন নেই তবে তিনি নিন্দেশ দিতে পারবেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এমন কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো হোক যার এই ধরনের এখতিয়ার রয়েছে।
- ✓ তৃতীয় শ্রেণির কোনো ম্যাজিস্ট্রেট এবং দ্বিতীয় শ্রেণির কোনো ম্যাজিস্ট্রেট যদি না সরকার বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রদান করে পুলিশের হেফাজতে রাখার অনুমতি দিতে পারবেন না।
- ✓ কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কোনো মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশের হেফাজতে সর্বমোট পনের দিনের বেশি রাখার অনুমতি দিতে পারবেন না।

- ✓ যদি আরও হেফাজত প্রয়োজন হয় তবে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির করার পর সরাসরি/ভিডিও কল এর মাধ্যমে বিচারিক হেফাজতে রাখার অনুমতি দিতে পারবেন।

বিচারিক হেফাজত বলতে বুঝায়-

- ✓ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জেলে বা পুলিশের হেফাজত ব্যতীত অন্য কোনো হেফাজতে রাখা, যা তদন্ত চলাকালীন ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের আদেশে হবে।

উপধারা ২ এর পরে ২এ যুক্ত হবে-

- ✓ যে ম্যাজিস্ট্রেট উপ-ধারা (২)-এর অধীনে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশের হেফাজতে রাখার অনুমতি দেবেন তিনি নির্দেশ দিতে পারবেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতালের একজন চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করা হবে পুলিশ হেফাজতে দেওয়ার আগে।
- ✓ পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষ হলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অযথা বিলম্ব না করে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হবে।
- ✓ হাজির করার সময় যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন দেখা যায় অথবা অভিযুক্ত অভিযোগ করেন যে তিনি পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তবে ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দিবেন যাতে নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতালের একজন চিকিৎসক দ্বারা তাকে পরীক্ষা করা হয়।
- ✓ চিকিৎসা প্রতিবেদনে যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে অভিযুক্ত পুলিশ হেফাজতে নির্যাতিত হয়েছেন তবে ম্যাজিস্ট্রেট আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন।

ধারা ১৬৭এ: গ্রেফতার প্রদর্শন ও আটক সম্পর্কিত ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব

১। কোনো মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এমন কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার দেখাতে চান যিনি ইতোমধ্যে অন্য একটি মামলায় হেফাজতে আছেন-

- ✓ তবে ম্যাজিস্ট্রেট কেবল তখনই সেই আবেদন মঞ্জুর করবেন যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করা হয় মামলার ডায়েরির প্রাসঙ্গিক অংশসহ এবং
- ✓ অভিযুক্তকে শোনার সুযোগ দেওয়া হয় এবং আবেদনটি যৌক্তিক বলে মনে হয়।

২। পুলিশ রিপোর্টে যদি উল্লেখ থাকে যে গ্রেফতারের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কোনো প্রতিরোধমূলক আটক (Preventive Detention) আইনের অধীনে আটক রাখা তবে ম্যাজিস্ট্রেট কোনো ব্যক্তিকে বিচারিক হেফাজতে রাখার অনুমতি দিবেন না।

৩। ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট বিশ্বাস করার মতো কারণ থাকে যে কোনো কর্মকর্তা যিনি আইনত কাউকে আটক রাখার ক্ষমতা রাখেন না এবং আইন বিরোধী কাজ করেছেন তবে ম্যাজিস্ট্রেট দণ্ডবিধির ২২০ ধারার অধীনে ঐ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন।

ধারা-১৭৩ক: অন্তবর্তীকালীন তদন্ত প্রতিবেদন প্রদান:

- ✓ তদন্ত চলাকালীন এর চূড়ান্ত রিপোর্ট দেওয়ার আগেই পুলিশ কমিশনার, জেলা পুলিশ সুপার বা সমমানের কর্মকর্তা- তদন্তের বিষয়ে একটি অন্তবর্তীকালীন অগ্রগতির বিষয়ে একটি অন্তবর্তীকালীন তদন্ত প্রতিবেদন দিতে তদন্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারবেন।
- ✓ উক্ত অন্তবর্তী তদন্ত প্রতিবেদনে যদি দেখায় যে- কোনো আসামীর বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই তবে উক্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেট বা ট্রাইব্যুনালে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিতে পারবেন এবং আদালত যথাযথভাবে সন্তুষ্ট হলে এই আসামীকে অস্থায়ীভাবে অব্যাহতি দিতে পারবেন তবে বাকি আসামীদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলবে।
- ✓ পরবর্তীতে তদন্ত শেষে যদি নতুন ও পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায় তবে পূর্ব অব্যাহতি পাওয়া আসামীকেও চূড়ান্ত রিপোর্টে অভিযুক্ত হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে।

ধারা ১৭৩বি : তদন্ত সম্পন্ন করার বিধান

১। তথ্য প্রাপ্তির তারিখ থেকে ষাট (৬০) কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে।

২। যুক্তিসঙ্গত কারণে যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করা সম্ভব না হয় তবে তদন্তকারী কর্মকর্তা বিলম্বের কারণ কেস ডায়েরিতে লিখবেন। নির্দিষ্ট কারণ ও প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সময় উল্লেখ করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করবেন এবং আবেদনটির একটি অনুলিপি তদন্ত তদারককারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করবেন।

৩। আবেদন বিবেচনা করে ম্যাজিস্ট্রেট যুক্তিসঙ্গত মনে হলে তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধির আদেশ দিতে পারবেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা ওই বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত শেষ করবেন।

৪। বর্ধিত সময়সীমার মধ্যেও তদন্ত সম্পন্ন না হলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ওই সময়সীমা শেষ হওয়ার পর লিখিতভাবে কারন ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাবেন এবং তদন্ত তদারককারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে একটি অনুলিপি প্রেরণ করবেন।

৫। দাখিলকৃত ব্যাখ্যা বা তদন্তকারী কর্মকর্তা কোনো ব্যাখ্যা দাখিল না করেন তবে ম্যাজিস্ট্রেট-

(a) নির্দেশ দিতে পারেন যে-তদন্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা দ্বারা সম্পন্ন হবে অথবা

(b) বিলম্বকে তদন্তকারী কর্মকর্তার অযোগ্যতা বা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করে অফিসারের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে (Annual Confidential Report) একটি নোট অন্তর্ভুক্ত করতে নির্দেশ দিবেন এবং প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষকে চাকরির বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিবেন।

৬। তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর আদালত রেকর্ডে থাকা উপকরণের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হন যে মামলার কোনো ব্যক্তির সাক্ষী হওয়া ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন হয় তবে আদালত সে বিষয়ে আদেশ দিতে পারেন এবং উক্ত ব্যক্তিকে মামলার সাক্ষী হিসেবে গণ্য করবেন।

৭। বিচার শেষে যদি আদালত দেখতে পান যে তদন্তকারী কর্মকর্তা অবহেলার কারণে বা কাউকে ফৌজদারি দায় থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে-

(i) কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ বা বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন অথবা

(ii) যিনি আসামি হওয়া উচিত ছিল তাকে সাক্ষী হিসেবে গণ্য করেছেন অথবা

(iii) যৌক্তিক কারণ ছাড়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন

সেক্ষেত্রে আদালত-

উক্ত বিষয়ে রায়ে লিপিবদ্ধ করতে পারেন এবং উক্ত কাজ বা অবহেলাকে অসদাচরণ বা অযোগ্যতা হিসেবে গণ্য করতে পারেন এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারেন যাতে আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ধারা-২৪৭: C.R মামলা খারিজের ক্ষেত্রে সংশোধন:

সংশোধনের মাধ্যমে এখন থেক নালিশী দরখাস্তের মাধ্যমে দায়েরকৃত সকল **C.R** মামলা বাদির অনুপস্থিতির কারণে খারিজ হবে। পূর্বে শুধু সমনের ক্ষেত্রে **C.R** মামলা খারিজ করা যেত।

ধারা-২৫০ ধারার সংশোধন,

- ✓ সংশোধনের মাধ্যমে মিথ্যা ও হয়রানীমূলক মামলার রোধে আবশ্যিকভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা হয়েছে।
- ✓ পূর্বে এই ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিচারকের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা ছিল।
- ✓ ১ম শ্রেণী/২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জরিমানা প্রদান করতে পারেন অনধিক- ৫০ হাজার টাকা।
- ✓ ৩য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জরিমানা প্রদান করতে পারেন অনধিক- ২৫ হাজার টাকা।
- ✓ ৫০০ টাকার বেশি ক্ষতিপূরণের আদেশ দিলে- তার বিরুদ্ধে আপিলের করা যাবে।

✓ অতিরিক্ত দন্ডের ক্ষেত্রে অনধিক ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে

ধারা-২৬০ সংশোধন

✓ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা বেঞ্চ ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার করার ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে- অনধিক ৫ লক্ষ টাকা।

ধারা ২৬৪এ: সংক্ষিপ্ত বিচারের বিশেষ পদ্ধতি

ধারা ২৬২-এর যে কোনো বিধান সত্বেও-

- ✓ অভিযোগ গঠন
- ✓ সাক্ষ্যগ্রহণ
- ✓ ৩৪২ ধারার অধীনে আসামির জবানবন্দি গ্রহণ এবং
- ✓ রায় ঘোষণা- সম্ভব হলে একই অধিবেশনে এবং আদালতের এখতিয়ারাধীন যেকোনো স্থানে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

ধারা ৩৩৯বি(১): অনুপস্থিত আসামির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

✓ আসামীর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে বিচার করার জন্য- ক্রোক ও হুলিয়া জারির কোন আবশ্যকতা আর নেই।

✓ ৮৭ এবং ৮৮ ধারা এর যে কোনো বিধান সত্বেও আদালতের বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে কোনো আসামি পলাতক হয়েছেন বা এমনভাবে আত্মগোপন করেছেন যাতে তাকে গ্রেফতার করে বিচারিক কার্যক্রমে হাজির করা সম্ভব নয় এবং তাকে গ্রেফতার করার তাৎক্ষণিক কোনো সম্ভাবনা নেই তবে যে আদালত অপরাধের বিষয়ে জ্ঞাত হয়েছেন তিনি আদেশ দ্বারা নির্দেশ দিতে পারেন যে জাতীয়ভাবে প্রচলিত একটি দৈনিক বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে যেন উক্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আদালতে উপস্থিত হতে পারে।

✓ যদি ওই ব্যক্তি উক্ত আদেশ মেনে না চলেন তবে তার অনুপস্থিতিতেই বিচার পরিচালিত হবে।

ধারা ৩৪৫: ফৌজদারী মামলার আপোষ মীমাংসার ক্ষেত্রে সংশোধন-

- **দন্ডবিধির ১৪৩ ধারা এখন আপোষযোগ্য**
  - ✓ এখন থেকে বেআইনী সমাবেশের অপরাধ আপসযোগ্য করা হয়েছে।
- **আপসের ক্ষেত্রে আদালতের ভূমিকা**
  - ✓ আদালত এখন সরাসরি আপস করতে পারে বা
  - ✓ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসও আদালতে মামলা আপসের জন্য পাঠাতে পারবেন
- **আপসের বিষয়ে চুক্তি নথিভূক্তকরণ ও বাস্তবায়ন**
  - ✓ আপসের ভিত্তিতে কোনো চুক্তি হলে আদালত সেটি নথিভূক্ত করবে
  - ✓ চুক্তির শর্ত বাস্তবায়নে আদালত প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।
- **সরাসরি চুক্তি বাস্তবায়ন-**
  - ✓ আগে আপস হলেও চুক্তির লিপিবদ্ধ না করায় অনেক আসামী কিস্তিতে কিছু টাকা দেওয়ার পর বন্ধ করে দিতেন।
  - ✓ তখন আপস প্রক্রিয়া থামিয়ে সাক্ষ্যগ্রহণ করে রায় দিতে হতো যা সময় সাপেক্ষে
  - ✓ এখন চুক্তি থাকলে আদালত সাক্ষ্যগ্রহণ ছাড়াই সরাসরি চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে পারবে।

ধারা ৪১৩- এর সংশোধন (তুচ্ছ মামলার ক্ষেত্রে আপিল চলে না)

এই ধারাতে ৫০ টাকার পরিবর্তে ৫ হাজার টাকা করা হয়।

ধারা ৪১৪- এর সংশোধন (সংক্ষিপ্ত বিচারের ক্ষেত্রে অনধিক ৫০০ টাকা জরিমানা করলে আপিল করা যায়না)

ধারা ৪৯৮-এর সংযোজন

- ✓ কোনো আদালত আসামিকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার সময় তার পলাতক হওয়া প্রতিরোধ বা তার সুশৃঙ্খল আচরণ নিশ্চিত করতে যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত শর্ত আরোপ করতে পারে।
- ✓ এই ধারায় উল্লেখিত বন্ড (Bond) আসামী নিজে অথবা তার আইনজীবীর মাধ্যমে অথবা অনলাইনে আদালতে দাখিল করতে পারে যা আদালতের অনুমতিক্রমে হবে এবং জামিনদারের পরিচয় ও যোগ্যতা যাচাই সাপেক্ষে জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর বা অন্য কোনো উপযুক্ত মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

ধারা ৫৪০এ-এর সংশোধন

- ✓ আদালত চাইলে তদন্ত রিপোর্টের শুনানী পর্যন্ত জামিনপ্রাপ্ত আসামীকে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দিতে পারবেন
- ✓ এই সময় আসামী তার আইনজীবীর মাধ্যমে হাজিরা দিতে পারবেন। আগে কিছু ক্ষেত্রে আদালত ধারা ২০৫ অনুযায়ী এ সুবিধা দিতে পারতো কিন্তু তা কেবল মামলা আমলে নেওয়ার পর প্রযোজ্য ছিল তার আগে নয়।
- ✓ মামলা সাক্ষ্য গ্রহণ চলাকালে আসামী উপস্থিত না থাকলেও আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে আসামীর আইনজীবীর সাক্ষীদের জেরা করতে পারবেন। এখন আসামীর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়।

ধারা ৫৪৪-এর সংশোধন

- ✓ আগে সাক্ষীর খরচ প্রদানের বিধান থাকলেও তা কার্যকর করতে পৃথক বিধি প্রণয়ন বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু এখন সরকারী আদেশের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।
- ✓ আদালতকে সাক্ষীকে ও ভিকটিম সুরক্ষায় যেকোন প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

তফসিল সংশোধন

সিডিউলে ৩২৫ ধারাকে জামিনঅযোগ্য করা হয়েছে যার ফলে গুরুতর আঘাতের ক্ষেত্রে কি ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল তা জামিনের ক্ষেত্রে তা আর বিবেচ্য বিষয় হবে না।

সাইমন সৈয়দ
সহকারী জজ (সুপারিশপ্রাপ্ত)
প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও, লিগ্যাল হোম